গবেষণা জরিপ ঃ অর্থনীতিতে বিশাল অবদানের স্বীকৃতি

নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশীদের ১২% উচ্চ বেতনের চাকুরে

লাবলু আনসার ঃ নিউইয়র্ক মেট্রো এলাকায় বসবাসরত ইমিগ্র্যান্টদের শীর্ষ ২০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নেই। তবে নিউইয়র্ক সিটিতে শীর্ষ ২০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ১৬। অপরদিকে ভারতের অবস্থান অষ্টম এবং পাকিস্তান রয়েছে ১৭ নম্বরে। ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউটের গবেষণা জরিপে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী, কর্মরত বাংলাদেশীর ১২% উচ্চ বেতনে এক্সিকিউটিভ, প্রশাসনিক এবং ম্যানেজারিয়্যাল, মাঝারী বেতনে প্রশাসনিক সহকারী ১০%, স্বল্প বেতনে বিভিন্ন স্টোরে ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার হিসেবে ১৯%, ট্যাক্সি ড্রাইভিং ১৪%, রেস্টুরেন্ট কর্মচারি ১৬% রয়েছেন। সিটিতে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৬১৫৭। এর মধ্যে অবৈধভাবে কর্মরতরা রয়েছেন কিনা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে শ্রমিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না এমন লোকজন ঐ জরিপে স্থান পাননি। অর্থাৎ কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে এটা সহজেই বলা যায়। নিউইয়র্ক সিটিতে উচ্চ বেতনে কর্মরতদের মধ্যে ভারতীয় আমেরিকানের হার ১৭%। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারীসহ সকল ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটির মধ্যে সবচেয়ে বেশী হচ্ছেন হংকংয়ের ইমিগ্র্যান্টরা। এ হার হচ্ছে ২০%। ভারতীয় এবং কোরিয়ানরা দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছেন। তৃতীয় শীর্ষে ইটালী ১৬% এবং রাশিয়া ১৬%। চতুর্থ শীর্ষে রয়েছেন পাকিস্তানীরা-১৪%। চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং আইন পেশায় সবচেয়ে বেশী হচ্ছেন ভারতীয় আমেরিকান-১১%। এ পেশায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মেক্সিকো এবং হংকংয়ের কোন অবস্থান নেই। গবেষণা জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে কর্মরতদের ৬৮% বাস করেন এই সিটিতে। বাংলাদেশীরাও নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রেখে চলেছেন। নিউইয়র্ক সিটি, নিউয়ার্ক, জার্সী সিটি, এলিজাবেথ, প্যাটারসন, ট্রেনটন, ব্রীজপোর্ট, নিউ হেভেন, স্ট্যামফোর্ড, ওয়াটারবারী, নরওয়াক এবং ডেনবারী নিয়ে গঠিত নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন এলাকার জনসংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৮৫ হাজার ৩১৯ জন। শ্রম সেক্টরে শীর্ষে রয়েছে ডমিনিকানরা-২ লাখ ৭৩ হাজার ৩৯৯। ইমিগ্র্যান্ট কর্মশক্তির মোট ৯%। ৬% নিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে মেক্সিকান-১৯২২৫৮। ভারতের স্থান তৃতীয়-১৬৬১৬৬ জন এবং ইমিগ্র্যান্ট কর্মশক্তির ৫%। চীনের অবস্থান চতুর্থ হলেও ভারতের চেয়ে শ্রমশক্তিতে সামান্য পিছিয়ে রয়েছেন চায়নিজরা-১৬৫৯৬২ জন। জ্যামাইকা এবং ইকুয়েডরিয়ানেরাও কর্মশক্তিতে ৫% এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। অন্য দেশগুলো হচ্ছে গায়ানা-৩%, ফিলিপাইন-৩%,

হাইতি-৩%, এল সালভেদর-৩%, কোরিয়া-৩%, ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো-২%, পোল্যান্ড-২%, পেরু-২%, ইটালী-২%, রাশিয়া-২%, ইউক্রেইন-১%, পাকিস্তান-১%, কিউবা-১%। শ্রম সেক্টরে পাকিস্তানীদের সংখ্যা হচ্ছে ৩২১২৪ জন। ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউট প্রকাশিত জরিপে আরো বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক মেট্রপলিটন এলাকার শ্রম সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছেন ৩৫% ইমিগ্র্যান্ট। অথচ জনসংখ্যাগতভাবে ইমিগ্র্যান্টদের হার হচ্ছে ২৮%। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুষিত ২৫টি মেট্র এলাকায় মোট ১২ কোটি ৩৯ লাখ ৯৯ হাজার ৪৭৫ জনসংখ্যার ২০% হলেন ইমিগ্র্যান্ট। ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হচ্ছে ল্যাটিনো। মেট্রপলিটন এলাকাগুলোতে ইমিগ্র্যান্টের হার হচ্ছে নিউইয়র্ক (২৮%), লসএঞ্জেলেস ৩৫%, শিকাগো-১৮%, ডালাস ১৮%, ফিলাডেলফিয়া ৯%, হিউস্টন ২১%, মায়ামী ৩৭%, ওয়াশিংটন ২০%, আটলান্টা ১৩%, ডেট্রয়েট ৯%, বস্টন ১৬%, সানফ্রান্সিসকো ৩০%, ফিনিক্স ১৭%, রিভারসাইড ২২%, সিয়াটল ১৫%, মিনিয়েপলিস৯%, সানদিয়েগো ২৩%, সেন্ট লুইস ৪%, টেম্পা ১২%, ডেনভার ১৩%, পিটসবার্গ ৩%, পোর্টল্যান্ড ১২%, সিনসিনাটি ৩% এবং ক্লিভল্যান্ড ৬%।

নিউইয়র্ক মেট্র এলাকায় এক্সিকিউটিভ, এডিমিস্ট্রেশন এবং ব্যবস্থাপনায় কর্মরতদের ১৯% হলেন ভারতীয় আমেরিকান। এছাড়া চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং আইনজীবীদের ১৭% হলেন ভারতীয় আমেরিকান। স্বাস্থ্য, প্রকৌশল এবং বিজ্ঞান বিষয়ক চাকরিজীবীদের ১২% হলেন ভারতীয়রা। কর্পোরেশনের ক্লারিক্যাল জবেও রয়েছেন ১০% ভারতীয়। ট্যাক্সি ড্রাইভিংয়ে রয়েছেন মাত্র ৪% ভারতীয়।

২১ জানুয়ারি ম্যানহাটানে সার্ভিস এমপ্লয়ী ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন (বিজে ৩২) এর সদর দফতরে আমেরিকার ২৫টি বৃহৎ মেট্র এলাকায় ইমিগ্র্যান্টদের অবদান ও গতিপ্রকৃতি শিরোনামে একটি জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। বিজে৩২ এর সহায়তায় ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউট পরিচালিত এ গবিষণা জরিপের উন্মোচন করেন ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউটে ইমিগ্রেশন রিসার্চ ইনিসিয়েটিভের পরিচালক ডেভিড ক্যালিক। এ সময় টেলিফোনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজে ৩২ এর প্রেসিডেন্ট মাইক ফিশম্যানের পক্ষে এরিয়া জেইম কন্ট্রেরার্স। নিউইয়র্ক কম্যুনিটি মিডিয়া এলায়েন্সের কম্যুনিকেশন ম্যানেজার জাহাঙ্গির খাতকের সঞ্চালনে এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন হান্টার কলেজে আরবাণ এফেয়ার্স বিষয়ক অধ্যাপক পিটার কং। তারা বলেন, বিভিন্ন মেট্র এলাকার ইমিগ্র্যান্টদের হার অনুযায়ী তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখছেন। নিউইয়র্কে মোট জনসংখ্যার ২৮% হলেন

ইমিগ্র্যান্ট এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তাদের অবদানের হার হচ্ছে ২৮%। একইভাবে লসএঞ্জেলেসে জনসংখ্যার ৩৫% হলেন ইমিগ্র্যান্ট এবং তারা অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন ৩৪%, শিকাগোতে ১৮% ইমিগ্র্যান্টের অবদান ১৮%, ডালাসে ১৮% এর অবদান ১৬%, হিউস্টনে ২১% এর অবদান ২১%, মায়ামীতে ৩৭% এর অবদান ৩৮%, ওয়াশিংটনে ২০% এর অবদান ২০%, আটলান্টায় ১৩% এর অবদান ১৩%, ডেট্রয়েটে ৯% এর অবদান ১১%, বস্টনে ১৬% এর অবদান ১৬%, সানফ্রান্সিকোতে ৩০% এর অবদান ২৯%, ফিনিক্সে ১৭% এর অবদান ১৫%, রিভারসাইডে ২২% এর অবদান ২৫%, সিয়াটলে ১৫% এর অবদান ১৬%, মিনিয়েপলিসে ৯% এর অবদান ৮%, সানদিয়েগোতে ২৩%এর অবদান ২৩%, টেম্পায় ১২% এর অবদান ১৩%, বাল্টিমোরে ৮% এর অবদান ৯%, ডেনভারে ১৩% এর অবদান ১০%, পিটসবার্গে ৩% এর অবদান ৪%, পোর্টল্যান্ডে ১২% এর অবদান ১২%, সিনসিনাটিতে ৩% এর অবদান ৫% এবং ক্লিভল্যান্ডে ৬% ইমিগ্র্যান্টের অবদান হচ্ছে ৭%। আমেরিকান অর্থনীতিতে অবদানের এসব তথ্য হোয়াইট হাউজ কিংবা ক্যাপিটল হিলকে প্রভাবিত করবে কিনা জানতে চাইলে ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউটের কর্মকর্তারা বলেন, অবশ্যই এগুলো তারা জানবেন এবং বিবেকসম্পন্নরা কখনোই ইমিগ্র্যান্টদের অবদানকে অস্বীকার করেন না। সোয়া কোটি অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে বৈধতা দিলে শ্রম সেক্টরে আমেরিকানদের সংকট বাড়বে বলে যে আশংকা করা হচ্ছে এবং সে আশংকার বরাত দিয়ে অবৈধদের বৈধতা প্রদানের বিরোধিতা প্রসঙ্গে ইন্সটিটিউটের পরিচালক বলেন, তারা তো সকলে শ্রম সেক্টরেই রয়েছেন, অন্যের কাজে ভাগ বসাবে কীভাবে? আসলে এগুলো কোন যুক্তি নয়, এগুলো বানোয়াট তথ্য।

ক্যাপশন-১

নিউইয়র্ক ঃ গবেষণা জরিপের প্রকাশনা বক্তব্য রাখছেন ফিসকল পলিসি ইন্সটিটিউটে ইমিগ্রেশন রিসার্চ ইনিসিয়েটিভের পরিচালক ডেভিড ক্যালিক। পাশে নিউইয়র্ক কম্যুনিটি মিডিয়া এলায়েন্সের কম্যুনিকেশন ম্যানেজার জাহাঙ্গির খাতক এবং হান্টার কলেজে আরবাণ এফেয়ার্স বিষয়ক অধ্যাপক পিটার কং। ছবি-ঠিকানা

ক্যাপশন-২

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ মেট্রপলিটন সিটিতে ইমিগ্র্যান্টদের হাল-হকিকত সম্পর্কে পরিচালিত গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের একাংশ। ছবি-ঠিকানা।